হয়তো

সন্দীপ দে

কাল রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর অদিতির প্রথমে মনে হয়েছিল সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার ফলে আশপাশের লোক জেগে যেতে পারে এই ভেবে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখেছিল সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বলেছিল 'আমাকে চিনতে পারলে না অদিতি?'

গলার স্বর অবিকল। চেহারাটা একটু ভেঙেছে, মাথার চুল ঘন থেকে পাতলা হয়েছে, গায়ের রঙটাও একটু ময়লা। সে বিস্মিত হবে, না হতভম্ব বুঝতে পারছিল না। তেরো বছর আগে হঠাৎ একদিন চলে যাওয়া একটা লোক যে আবার তেরো বছর পর হঠাৎই ফিরে আসতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না।

লোকটাকে আশ্রয় দেবে, না এই মাঝরাত্তিরে বার করে দেবে বুঝতে না পরে 'আমি আসছি বলে' বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছিল। কল খুলে মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলেছিল। তারপর সেই রাতে ফ্রিজে রাখা ভাত গরম করে লোকটার সামনে বেড়ে দিয়েছিল।

নিশ্চিন্তে দিব্যি খেয়ে দেয়ে নাসিকার মুখে বাইরের ঘরে গিয়ে সোফায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আজ লোকটাকে পরিচিত করাতে হবে তিথির সঙ্গে। সকাল থেকেই বারকয়েক সামনের ঘরে গিয়ে লোকটাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছে 'বাইরের ঘরে শুয়ে আছে লোকটা কে মা?'

সে জবাব দেয়নি। কী জবাব দেবে সে? কী বলবে? বলবে তোমার বাবা। কথা নেই, বার্তা নেই আকাশ থেকে একটা বাবা এসে উদিত হল তার জীবনে। নাকি বলবে তার পরিচিত একজন বন্ধু! লোকটা উঠুক, একটা বোঝাপড়া করতে হবে মুখোমুখি।

চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞাসা করল 'কোথায় ছিলে এতদিন?'

লোকটা কোনো উত্তর দিল না। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল 'বাঃ। চা টা তো ঠিক আগের মতই আছে। তুমি দেখছি কিছুই ভোলনি।'

কথার উত্তর দিলে না যে— নাছোড় গলায় আবারও বলে।

কী কথার?

কোথায় ছিলাম বলো তো?

আমি কী করে জানবো?

আমিও তো জানি না।

কাল অত রাত্তিরে কোথা থেকে এলে?

কী জানি! হাওড়া স্টেশনে নামার পর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এই বাড়ি ঘরদোর আসবাবপত্রের ছবি। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লাম।

আর ট্যাক্সিওয়ালা আমার বাড়ির দরজায় তোমায় নামিয়ে দিল। তাই না?

ট্যাক্সিওয়ালা কি বাড়ি চেনে? আমিই তো বললাম।

ওসব ধানাইপানাই ছেড়ে সত্যি কথাটা বলো। বলো কোথায় ছিলে এতদিন? দাঁতে দাঁত চেপে সে পরের কথাটা বলবে না বলবে না করেও বলে— বিল্টুর মা— তার কী খবর? সে কি তোমায় ছেড়ে দিল নাকি...

কী সব বলছো! বিল্টুর মা কে? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

ওঃ! বিল্টুর মা কে তা জানোনা? এখন ন্যাকা সাজছো!

অদিতি তুমি আমার...

জানি জানি সব জানি। বিল্টুর মার সঙ্গেই তো তুমি এতকাল ছিলে। ছিলে না? হিস্‌হিস্‌ করে ওঠে।

আমার কিছু মনে পড়ছে না।

মনে পড়বে কী করে? মনে পড়লে তো সব দোষ ঢাকা যাবে না।

দোষগুণের কথা আমি জানিনা। শুধু এটুকু জানি বিল্টুর মাকে আমি চিনি না। চিনতে চাই না। তুমিই আমার সব।

হ্যাঁ! এখন সেকথা বলতেই হবে। না বললে দাঁড়াবে কোথায়? কে তোমায় আশ্রয় দেবে? তিনকুলে তো কেউ কোথায় নেই।

কিছু খেতে দেবে? কাঙালের মতো করে খাবার চাইল সে। অদিতি অবাক না হয়ে পারল না। এই লোকটা মানুষ না অন্য কিছু? তীব্র চোখে তাকিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যায়।

অফিস বেরোবার আগে অদিতি অদিতি করে অস্থির করে তুলত একসময়। বিয়ের পর পর তো চোখে হারাত তাকে। সেই মানুষটা কেমন করে যে বিল্টুর মায়ের পাল্লায় গিয়ে পড়ল তা ভেবে উঠতে পারে না। সেবার পুরী গিয়ে তখনও তিথি পেটে আসেনি, সমুদ্রে তাকে নিয়ে কী আদিখ্যেতাই না করেছিল। রকমারি

মানুষের সামনে নানা ছুতোনাতায় তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করত। সুখে-দুখে বিপদে আপদে যে মানুষটা তার আশ্রয় ছিল, ভরসা ছিল। সেই মানুষটাই যেন কেমন করে দিনে দিনে পালটে যেতে লাগল। দোকান হাট বাজার সবই করছে অথচ কেমন যেন নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ। তখন কথায় কথায় মানুষটা রেগে উঠত। যাকে কেউ কোনোদিন চড়াগলায় কথা বলতে শোনেনি, সেই-ই তখন অকারণে মুখ ঝামটা দিত। তারপর হঠাৎ একদিন...

'মা খেতে দেবে না?' তিথি দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বাথরুমে চলে যায়। সে উঠে পড়ে।

জানো মা ওই লোকটা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করল, অদিতি তোমার কে হয়? তোমার বাবার নাম কি?

ঠিক আছে। তারপর একটু সময় নিয়ে বলে, শোনো তিথি আমি চাই না, তুমি ওই লোকটার কাছে বেশি বেশি করে যাও।

অদিতি এই ঘরে একটু আসবে? লোকটা ঘর থেকে ভিতরের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে কথাটা বলে যায়।

তুই খেয়ে নে। আমি আসছি।

সেদিনই রাতের বেলায় অদিতি আর লোকটা মুখোমুখি বসেছিল দু'জন অপরিচিত মানুষ যেমন বসে থাকে তেমনভাবে। ঘরের নীরবতা নীরবতাকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল। সেই জন্যই যেন অনেকটা কথা আরম্ভ করল লোকটা। তুমি বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই জানিনা এই ক'বছর আমি কোথায় ছিলাম। কী করেছিলাম, কিছুই আমার মনে নেই।

বিশ্বাস করতাম। কিন্তু করছি না। সংক্ষিপ্ত হল অদিতি।

কারণ?

কারণ বিল্টুর মা।

আবার সেই বিল্টুর মা। কে বিল্টুর মা, কী তার পরিচয় আমি কিছুই জানিনা। তুমি মিথ্যে দোষারোপ করে কষ্ট পাচ্ছ অদিতি।

আমি কষ্ট পাচ্ছি না কারণ আমার সব অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে এই ক'বছরে।

আমার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়নি বরং আগের মতোই একই রকম প্রখর তীব্র।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ অদিতি। মনে হচ্ছে এই ক'বছরে যেন তোমার বয়স বাড়েনি।

ওসব ভালো ভালো কথা বলে ভোলানো যাবে না। তার চেয়ে বরং বলো কী করলে এত বছর? কোথায় ছিলে, কার সঙ্গে?

ছিলাম নাতো। কারোর সঙ্গেই ছিলাম না। না তুমি না অন্য কেউ।

তাহলে?

কী তাহলে?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজেই নিজের কাছে বলে— আসলে ছিলাম গাছপালা, নদী-নালা, মাঠ-ঘাটের মধ্যে।

তার মানে?

এই সময় কে যেন কড়া নাড়ে। অদিতি উঠে দরজা খোলে। দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিথির পাতানো কাকু সলিল। সলিল অবলীলায় পরিচিত জনের মতই ঘরে ঢুকে লোকটাকে দেখে একটু থমকায়, তারপর ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বার করে ঢক্‌ঢক্‌ করে গলায় ঢালে। অদিতি কিছু বলার আগেই।

সলিল চলে যাবার পর প্রথম প্রশ্ন হল— লোকটা কে? আগে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

পালটা প্রশ্ন করে সে— বিল্টুর মা কে?

কে বিল্টুর মা?

যার সঙ্গে তুমি পালিয়েছিলে।

আমি কারোর সঙ্গে পালাইনি— কথাটা স্পষ্ট করে বলল লোকটা।

তাই বুঝি? তাহলে যে রাতে তুমি চলে গেলে সেই রাত থেকে বিল্টুর মাকেও পাওয়া যাচ্ছিল না।

সেসব আমি জানব কী করে?

যদি জানতে তবে বুঝতে সে কী লাঞ্ছনা! মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবেশীরা সব এসে হাজির। কত লোকের কত কথা। সবাই বলাবলি করছিল শেষ পর্যন্ত কিনা বিল্টুর মা'র সঙ্গে! ছিঃ ছিঃ! ছিছিক্কারে তখন চারপাশ মুখরিত।

আমাকে ক্ষমা করো অদিতি।

আজ ক্ষমা চাইলেই কি সেদিনকার সব অপমানের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া যাবে? যাবে কি বলো? তুমি ভাবতেও পারবে না সে কী নারকীয় যন্ত্রণা। ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল সলিল।

সলিল সে কে? যাকে একটু আগে দেখলাম।

হ্যাঁ! সে সেদিন বুক চিতিয়ে আগলে ছিল আমাকে। তারপর ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর যখন কোনো খবরই পাওয়া গেল না, তখন মনে

মনে একটা সান্ত্বনা খুঁজেছিলাম যে হয়তো কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছ, ফিরে আসবে ঠিকই।

দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগ নেই বলছ?

কিসের দুই?

বিল্টুর মার আর তোমার ওই একই রাতে চলে যাওয়ার।

না। নেই।

তাহলে কোথায় ছিলে? বিল্টুর মা ছাড়া অন্য কোথাও থাকাটাই যেন তার একমাত্র নিরাপত্তা। এমনই ভাব অদিতির।

তুমি কি জানো বিয়ের আগে, অনেক আগে এরকম একবার হয়েছিল।

না। সেকথা তো আমায় কেউ বলেনি।

হ্যাঁ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে একবার এরকম হয়েছিল।

আগে তো কোনোদিন একথা বলোনি।

কী হবে বলে? কেউ বিশ্বাস করবে না বলেই তো বলিনি। যেমন তুমি এখনও বিশ্বাস করছো না যে...

তাই বলে তেরো বছর?

এটাই তো মজার। কখনো তেরোদিন আবার কখনো তেরো বছর। এই তেরো বছর তুমি কি মনে করে প্রতিটি দিনের ঘণ্টা মিনিট মেপে বলতে পারবে তুমি কি করেছো, কোথায় কখন ছিলে, কার কার সঙ্গে কাটিয়েছ?

আমার কথা উঠছে কেন? আমি তো তোমার মতো... কথাটা অসম্পূর্ণ রাখে।

হ্যাঁ! তুমি তো আমার মতো চলে যাওনি কিন্তু তুমিও তো ওই লোকটার...

অদিতি কথাটা শেষ করতে দেয় না লোকটাকে। তার আগেই চিৎকার করে ওঠে। চুপ। একদম চুপ! একদম বাজে কথা বলবে না। কী করে বোঝাব যে আজ এতদিন পর একটা লোক ফিরে এলেই তাকে মেনে নেওয়া যায় না, যায় না মানিয়ে নেওয়া।

লোকটার কাছ থেকে কোনো কথাই বার করতে পারেনি। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে সে তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ের পরপর যে লোকটা তাকে নিয়ে নানা আদিখ্যেতা করত, যখন তখন পাঁচজনের সামনে লজ্জায় ফেলে দিত, সেই লোকটা আর আজকের এই লোকটা কি একই? না এই লোকটা অন্য গ্রহ থেকে আসা অন্য কেউ? সলিলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী আঁচ করেছে? নাকি সন্দেহের বশে...। সেই সময় সলিল পাশে না থাকলে সে কোথায় যে তলিয়ে যেত কে জানে! সলিলের সান্নিধ্যে সে একটু একটু করে উঠে দাঁড়াবার, বাঁচবার,

তিথিকে মানুষ করার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিল। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে সলিলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সলিলের বউ ছেলে-মেয়ে আছে তবুও সলিল তার জীবনে...। এ পৃথিবীতে কেউই কাউকে বিনাস্বার্থে কিছু করে না। সলিলও তার ব্যতিক্রম নয়। একটু একটু করে সলিল তার জীবনে কুগ্রহের মতো প্রবেশ করেছে। অনিবার্য এবং অবিশ্বাস্য এক নির্ভরতা, যে নির্ভরতা ছাড়া সে আজ আর বাঁচতে পারবে না। তবুও লোকটার প্রতি একটা মায়া অনুভব করে। রাতের বেলা তিথি শুয়ে পড়ার পর লোকটার ঘরে আসে।

কী ব্যাপার তুমি এখানে?

দেখতে এলাম ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা।

না। ঘুম আসে না। সারাদিন রাত ভাবি কোথায় ছিলাম।

কিছুই মনে পড়ে না?

না! দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। তুমি বোধহয় এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারনি— তাই না?

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? তোমার বাড়ি-ঘরদোর তুমিই তো তার অধিকারী। বিয়ে হলেই কি স্বামীর বাড়ি ঘরদোরে স্ত্রীর অধিকার জন্মায়, না জন্মানো উচিত? তুমিই বলো।

আসলে সম্পর্কটা বিশ্বাসের। সেই বিশ্বাসই যদি না থাকে তাহলে কি লাভ শুধুমাত্র পাশাপাশি থেকে? কী হবে বাড়ি ঘরদোরে?

লোকটার শেষ কথায় অদিতি টলে যায়। বুঝতে পারে সে যে তাকে এখনো বিশ্বাস করেনি— তা লোকটা বুঝতে পেরেছে। তাই একটু মোলায়েম করে বলে— আচ্ছা উলটো করে ভেবে দ্যাখো।

মানে?

মানে আর কিছুই না। এরকম হঠাৎ আমি একদিন চলে গেলাম, তারপর হঠাৎই একদিন ফিরে এলাম— তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে?

কী জানি। হয়তো করতাম, হয়তো না।

তাহলে?

দু'জনে আর কথা খুঁজে পায় না। আচমকা যেমন কথা শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকাই কথা শেষ হয়ে যায়। পরের দিন সকালে উঠে অদিতি আর লোকটাকে কোথাও দেখতে পায় না। ভাবে হয়তো বাইরে কোথাও গেছে ফিরে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। বেলা গড়ায়। এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে সোফার ওপর পড়ে থাকা একটা চিরকুট তার নজরে পড়ে। তাতে লেখা 'মনে করতে পারলে ফিরব'।

কতদিন ঠিক কতদিন আজ আর মনে পড়ে না। একটা শুকনো জবার ডাল এনে টবে বসিয়েছিল। সেই গাছ এখন ফুলে ফুলে লাল। গাছটা বসাতে বসাতে বলেছিল 'বুঝলে অদিতি আমি যদি কোনোদিন না থাকি তখন তুমি এই গাছটাকে যত্ন কোরো'।

সে আবার কী? তুমি থাকবে নাতো কোথায় যাবে?

না। কোথাও যাবো না। কথার কথা বললাম। আসলে কী জানো গাছকে যত্ন করলে গাছ বাড়ে, ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দেয়। ঠিক মানুষের মতো।

সে আবার কি?

হ্যাঁ মানুষকে দেখো না। কোথাও কোনো প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। সম্পর্কগুলো যেন কেমন কেমন, ছাড়া ছাড়া, আলগা।

তাই বুঝি? তোমার কি আমাকেও তাই মনে হয়?

তোমার আমার কথা না। সম্পর্কের কথা, মানুষের কথা। সম্পর্ককে লালন করতে হয়। প্রতিদিন একটু একটু করে ভালোবাসতে হয়।

তোমার ওইসব আঁকাবাঁকা কথা আমি ঠিক বুঝি না।

না জানলে চলবে কী করে?

ওসব ভেবে মাথা খারাপ করোনা তো।

সেই গাছের পাতায় আজ পরম মমতায় হাত রাখল অদিতি। পাতার মধ্যে দিয়ে যেন মানুষটাকে স্পর্শ করার অনুভূতি খুঁজে পেতে চাইল। যেন মনে মনে বলল, 'ফিরে এসো, ফিরে এসো'।